ভোরের কাগজ

তারিখ 24 JAN 20 3 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... [illegible]

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

গত ২৩/১১/২০০২ তারিখ সংযুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য ৫ জন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং ৭৩ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এতোদিন ছিল ২০% সরাসরি প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের নিয়ম। স্বাধীনতার ৩০ বছর পর শুরু হলো সরাসরি সহপ্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ। এই সরাসরি নিয়োগ হলে সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে বেইমানি করা হবে, হবে হঠকারী অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত। কারণ সহকারী প্রধানরা ৪৩০০ টাকার স্কেলে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং সকলেই হবেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং ২ থেকে ৪ বছরের মধ্যে সরকারি নীতিমালায় প্রোমোশন পেয়ে হবেন প্রধান শিক্ষক। এভাবে ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল প্রধান শিক্ষকগণ হবেন সরাসরি নিয়োগের আওতায়। অর্থাৎ আর কোনো সাধারণ শিক্ষক প্রমোশন পাবেন না এবং প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার হবেন না। অথচ তাদেরই অধীনে বহু শিক্ষকই তাদের থেকে উঁচু স্কেলে চাকরি করবেন মাথা নিচু করে। তাদের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই বা থাকবে না। তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আর কোনো মেধাবী উচ্চাকাঙ্ক্ষী কেউই সাধারণ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ নিতে চাইবেন না। শুধু কর্মসংস্থান হিসেবে সোনার হরিণটি বেছে নিতে বাধ্য হবেন এবং সুযোগ পেলেই বর্তমানের মতো অন্যত্র ছুটে যাবেন। ফলে ভবিষ্যতে কোনো ভালো মেধাবী শিক্ষক বিদ্যালয়ে থাকবে না। মেধাবী ছাত্র আর তৈরি হবে না। সুন্দর ভবিষ্যৎ তাদের এবং দেশের জন্য হবে অন্ধকারময়।

অতএব বোঝা যাচ্ছে শিক্ষার মান উন্নয়নে যে ধুয়ো তোলা হচ্ছে তা কতোটা ভিত্তিহীন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, আমেরিকা থেকে ছুটে এসে, দল ত্যাগ করে, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে অবসর নিয়ে, টাকার দৌলতে, পার্টির প্রধানের হাত ধরে এমপি থেকে মিনিস্টার হলে কি বোঝা যায় আন্দোলনকারী ত্যাগী সাধারণ কর্মী ও নেতার অবদান, তারা আর কি করে বুঝবেন, কি মনোকষ্ট নিয়ে একজন টগবগে মেধাবী যুবক সহকারী শিক্ষক হিসেবে পাঠদান শুরু করে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত পাঠদান করে যাবেন একই পদে থেকে বা যাচ্ছেনও সহকারী হিসেবে, কি করে জানবেন কতোটুকু তাদের অবদান? কেন শিক্ষার মান সরকারি মাধ্যমিকে ক্রমেই কমে যাচ্ছে?

শত শত শিক্ষকদের প্রমোশন আটকে রেখে নতুন কর্মরত শিক্ষকদের (যাদের অভিজ্ঞতা ২ থেকে ৩০ বছর) প্রমোশন না দিয়ে নতুন করে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা চেয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া কি এমন জরুরি হয়ে পড়লো ভেবে দেখার সময় এসেছে। কি পাচ্ছেন সরকার? নতুন প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ দিয়ে জনপ্রতি ৩-৫ লাখ টাকা আয় হবে সেই আশায়, না নিজের কিছু আত্মীয়কে আত্মীকরণ করা হবে সেই আশায় না প্রশাসনকে দলীয়করণ করার ইচ্ছায়।

মাত্র ৪ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ৩০ বছর বয়স বিভাগীয়দের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর ধরে সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগ কি যুক্তিসঙ্গত? যেখানে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন সহকারী প্রধান শিক্ষকের জন্য এবং ১৫ বছর লাগে প্রধান শিক্ষকের জন্য একই বিজ্ঞপ্তিতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৭,২০০ টাকা স্কেলে প্রধান প্রশিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বয়স সর্বোচ্চ ৪৫ বছর ধরা হয়েছে। সেখানে অর্থাৎ একই স্কেলে সরকারি মাধ্যমিকের প্রধান শিক্ষকদের ৪০ বছর ধরা হয়েছে কেন?

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষক প্রোমোশনের আশায় চাতক পাখির মতো দীর্ঘদিন চেয়ে আছেন এবং ধীরে ধীরে অবসরে চলে যাচ্ছেন, গেছেন এবং যাওয়ার পথে। কিন্তু তাদের কোনো প্রোমোশন নেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো উদ্যোগও নেই। জটিলতা যদি থেকেই থাকে সেটা কি দূর করা যায় না? অনভিজ্ঞ, অদক্ষ এই অজুহাতে আটকে রাখা হয়েছে তাদের প্রোমোশন। আসলে কতোটা অযোগ্য সেটা ভাবতে হবে। সেই সঙ্গে ভাবতে হবে তাদের স্ব-বেতনে এতোদিন রাখা হয়েছে কেন? এছাড়া কয়েক বছর যাবত স্ব-বেতনে অনেক শিক্ষককে সহপ্রধান প্রধান ও জেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে গেজেট নোটিফিকেশন করা হয়নি বা স্ব-বেতনও রদ করা হয়নি। অথচ এ বছরে নতুনভাবে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষা অফিসার। উপরোক্ত দূরভিসন্ধি কার্যক্রমগুলোকে প্রতিফলিত করার জন্য?

এই সরকারের এতোবড় হঠকারী সিদ্ধান্তে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষার মান উন্নয়নের পরিবর্তে প্রশাসনের হয়তো উন্নয়ন হবে। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার অবমূল্যায়ন হতেই থাকবে। বর্তমান সময় সরকারি বিদ্যালয়ে এসএসসি থেকে স্নাতক পর্যন্ত একটিতে দ্বিতীয় বিভাগ থাকলেই চাকরি পান, অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে কোনো বিভাগই লাগবে না। পাস করলেই চাকরি দিতে বাধ্য হবে। কারণ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে হাউস রেন্ট ছাড়া বাকি সব সুযোগ-সুবিধা সরকার দিতে যাচ্ছেন। অতএব বাড়ি এসে চাকরি করা আর বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে চাকরি করা জনগণের কাছে কোনটা সুবিধাজনক হবে তা জনগণই বলতে পারবেন। বিগত সময়ে সরাসরি প্রধান শিক্ষক ও সরকারি কলেজগুলোতে প্রফেসর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাতে কি শিক্ষার মান, প্রশাসনের উন্নয়ন খুব কি হয়েছে? ভেবে দেখার সময় এসেছে। তারা এতো অনভিজ্ঞ যে, তাদেরকে বার বার ট্রেনিং দিয়েও যোগ্য করা যাচ্ছে না। অথচ বিগত সময়ে প্রধান শিক্ষকদের প্রোমোশন দিয়ে কোনোরূপ উচ্চতর ট্রেনিং দেওয়া হতো না। তাতে কোনো ক্ষতিও বিদ্যালয়গুলোতে হয়নি। বরং ভালোভাবেই চলেছে। এরপরও সরকারের টনক নড়ছে না। এছাড়া শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা রাখা কতোটা যুক্তিসঙ্গত? এতো কোটা যদি পূরণ করতে হয় তবে, ভালো শিক্ষক কোথা থেকে আসবে? উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও সমমান হিসেবে বিপিএড ও অন্য শিক্ষাগত যোগ্যতাকে ধরা হয়নি কিন্তু কেন?

১৯৯১ সাল থেকে মেধাবী ছাত্রদেরকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভেবেই অনেকেই বিভিন্ন পেশায় চলে গেছেন। এখন যদি এভাবে সরাসরি সহপ্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং জেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ হয় তবে ভগ্ন হৃদয়ে আশাহতের মতো পাঠদান করবেন তারা। কিন্তু ভালো ফল সরকার পাবেন না। যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো কূট অভিসন্ধি না থাকে তবে এখনই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা নিরিখে বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষকদের তাড়াতাড়ি প্রমোশনের ব্যবস্থা নিন। এ ব্যবস্থা নিলে নতুন করে সরকারি বেতন-ভাতাদি খরচ হবে না। যারা আছেন তাদেরকে প্রথম শ্রেণী করা হলেও হয়তো এতোটা মনোকষ্ট শিক্ষকদের থাকবে না। বিষয়টির প্রতি মানবিক দিক দিয়ে চিন্তা করা উচিত। আর শিক্ষার যে ক্ষতি হয়েছে তা সরকারি নীতিমালার অভাব, বারবার সিলেবাস পরিবর্তন, বই পরিবর্তন, ইতিহাস পরিবর্তন, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, সাহিত্য, শিল্প, টিভি চলচ্চিত্র ইত্যাদির অবক্ষয়ের কারণে। শিক্ষকরা সেখানে পুতুলের মতো কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন বা করানো হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো বা নিজ প্রয়োজনে শিক্ষকের মান রাখতে পারেননি। তাই বলে সমগ্র শিক্ষককে দোষারোপ করা যাবে না।

নতুন কিছু করতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, মহাপরিচালক, ডিরেক্টরসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যা বোঝাচ্ছেন মন্ত্রীরাও তাই বুঝছেন বা তারাও যা বোঝাচ্ছেন চাকরির মায়ায় তাঁবেদারি করার জন্য কর্মকর্তারাও তাই বুঝছেন এবং করছেন ফলে ভালোর পরিবর্তে খারাপের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন বলে মনে করি। এ অবস্থায় সকল জটিলতাকে দূর করে যতো দ্রুত সম্ভব সহকারী শিক্ষকদের সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রোমোশন দানের ব্যবস্থা করুন এবং তাদেরকে ইনসার্ভিস ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত, যোগ্য করে গড়ে তুলুন। তাতে তারা নতুন উদ্যমে কাজ করার মানসিকতা ফিরে পাবেন। সরকারের আশাও পূর্ণ হবে। নইলে শিক্ষার মান উন্নয়নের পরিবর্তে শিক্ষার মান নিম্নগামী হবে। এ বিষয়ের প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
যশোর।